Bangladesh
Election Commission

বিষয়: সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
প্রজ্ঞাপন তারিখ: ৩ আশ্বিন ১৪১৫ বঙ্গাব্দ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮খ্রিস্টাব্দ এস আর ও নং ২৬৯-আইন/২০০৮- Representation of the People Order, (1972, P. O. No.155 of 1972) এর Article 91B এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-	**প্রজ্ঞাপন** তারিখ .....বঙ্গাব্দ .....খ্রিস্টাব্দ এস,আর,ও নং-.....-আইন/২০২৫।– Representation of the People Order,1972 (P.O No-155 of 1972) এর Article 91B এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
১। শিরোনাম ও প্রবর্তন- (১) এই বিধিমালা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।	**১। শিরোনাম ও প্রবর্তন-** (১) এই বিধিমালা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
২। **সংজ্ঞা।**-বিষয় যা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-	**২। সংজ্ঞা:** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়, -
(১) **"কমিশন"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;	(১)**"কমিশন"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;
নতুন সংযোজন	(২) **"জনসংযোগ"** অর্থ সংসদ সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটারদের সহিত যোগাযোগ, সাক্ষাৎ বা পরিচিত হওয়া;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(২) **"দেওয়াল"** অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প-কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হউক না কেন, এর বাহিরে ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভাজন, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;	(৩) **"দেওয়াল"** অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা কেন্দ্র, শিল্প কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হউক না কেন, উহার বাহিরে ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভাজক, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(৩) **"নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল"** অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P. O. No. 155 of 1972) এর Chapter VIA এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল;	(৪) **"নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল"** অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Chapter VIA এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল;
(৪) **"নির্বাচন"** অর্থ জাতীয় সংসদের কোন আসনে নির্বাচন;	(৫) **"নির্বাচন"** অর্থ জাতীয় সংসদের কোন আসনে নির্বাচন;
(৫) **"নির্বাচনি এলাকা"** অর্থ সংসদ-সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন এলাকা;	(৬) **"নির্বাচনি এলাকা"** অর্থ কোন সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সীমানির্দেশিত কোন নির্বাচনি এলাকা;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(৬) **"নির্বাচন-পূর্ব সময়"** অর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল:	(৭) **"নির্বাচন-পূর্ব সময়"** অর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;
(৭) **"পোস্টার"** অর্থ কাগজ, রেক্সিন, ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোন প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপন-পত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোন ধরনের ব্যানার বা বিলবোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;	(৮) **"ব্যানার"** অর্থ প্রচার বা এরূপ কোন উদ্দেশ্যে কাপড় বা চট দ্বারা কিংবা ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত প্রচারপত্র;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
নতুন সংযোজন	(১০) **"ব্যানার ও ফেস্টুন লাগানো"** অর্থ প্রচার বা এরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যানার বা ফেস্টুন ঝুলাইয়া দেওয়া বা টাঙ্গাইয়া দেওয়া;
(৮) **"প্রার্থী"** অর্থ কোন নির্বাচনি এলাকা হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তি;	(১১) **"প্রার্থী"** অর্থ সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাবিত কোনো ব্যক্তি;
নতুন সংযোজন	(১২) **"প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী"** অর্থ এইরূপ কোনো প্রার্থী যিনি সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যাহার প্রার্থিতা অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (১) এর অধীন প্রত্যাহার করা হয় নাই বা দফা (২) এর অধীন স্থগিত করা হয় নাই;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(৯) **"যথাযথ কর্তৃপক্ষ"** অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা;	(১৩) **"যথাযথ কর্তৃপক্ষ"** অর্থ রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার বা সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা;
(১০) **"যানবাহন"** অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন পরিবহন;	(১৪) **"যানবাহন"** অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন পরিবহন;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(১১) **"সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি"** অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চীফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধদলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী ও তাহাদের সমপদমর্যাদার, কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র।	(১৫) **"সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি"** অর্থ প্রধানমন্ত্রী, অন্তর্বর্তীকালীন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, অন্তর্বর্তীকালীন/তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যসহ সমপর্যায়ের ব্যক্তিবৃন্দ, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কোন সদস্য, চীফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী ও তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
নতুন সংযোজন	**৩। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে অনুসরণীয় বিধানাবলী:** নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যক্তিকে এই সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ০৪ হইতে বিধি ২৫ এর বিধানাবলী অনুসরণ করতে হবে।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
৩। কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি, প্রদান নিষিদ্ধ: কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনি এলাকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা উক্ত এলাকা বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।]	**৪। কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ও বরাদ্দ প্রদান:** (১) কোন রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনি এলাকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা উক্ত এলাকা বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান বা উপঢৌকন প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
৩ক। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।—	(২) কোন প্রার্থী কোন প্রতিষ্ঠান বা সমিতি বা সংগঠন হইতে কোন প্রকার সংবর্ধনা গ্রহণ করিতে পরিবেন না;
(১) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাইবে না;	(৩) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ: নির্বাচন পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাইবে না;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবেন না।	(৪) নির্বাচনকালীন অনুদান ও বরাদ্দ প্রদান নিষিদ্ধ: নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবে না।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
৪। সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহার। (১) সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যালয়কে কোন দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান-হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না; (২) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম আবেদনের ভিত্তিতে ব্যবহার সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা এবং Warant of Precedence ও প্রাধিকার অনুযায়ী সম-অধিকার প্রদান করিতে হইবে; (৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অগ্রাধিকার পাইবেন।	**৫। সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহার:** (১) সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যালয়কে কোন রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা বা এতদুদ্দেশ্যে উহাতে অবস্থান করা যাইবে না। (২) অন্যান্য বিধিমালা বা নীতিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারে অগ্রাধিকার পাইবেন।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
৫। নির্বাচনী প্রচারণা।— নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে বিধি ৬ হইতে বিধি ১৪ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে। **৬। সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।-(১)** কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি- (ক) প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাইবে। তবে প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড বা উহাতে বাধা প্রদান বা ভীতিসঞ্চারমূলক কিছু। করিতে পারিবে না;	**৬। জনসভা, পথসভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠান:** নির্বাচনি প্রচারণায় কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির জন্য নিম্নোক্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে- (১) প্রচারণার ক্ষেত্রে সকলেই সমান অধিকার পাইবেন। তবে প্রতিপক্ষের জনসভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড বা উহাতে বাধা প্রদান বা ভীতিসঞ্চারমূলক কিছু করিতে পারিবেন না; (২) নির্বাচনি প্রচারণা শুরুর পূর্বে রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট নির্বাচনি প্রচারণার পরিকল্পনা প্রদান করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা সমন্বয় করিবেন।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(খ) সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদনপ্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে;	(৩) জনসভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে। তবে, এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে; জনসভার অনুমতি গ্রহণের লিখিত কপি স্থানীয় নির্বাচন কমিশন অফিসে জমা দিতে হইবে;
(গ) সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;	(৪) জনসভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে জনসভার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(ঘ) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন সড়কে জনসভা কিংবা পথ সভা করিতে পারিবে না এবং তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা ইত্যাদি করিতে পারিবে না; (ঙ) কোন সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজকরা পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে না।	(৫) জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন স্থান, সড়ক, মহাসড়ক ও জনপথে জনসভা, পথসভা কিংবা কোন ধরণের সভা-সমাবেশ করিতে পারিবে না এবং প্রার্থী বা দলের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা বা সভা-সমাবেশ ইত্যাদি করিতে পারিবে না; (৬) কোন জনসভা অনুষ্ঠানে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বাধাদান করিলে বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টি করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনসভার আয়োজকরা পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং পুলিশ তৎক্ষনাৎ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। (৭) কোন রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া বিদেশে কোন প্রকার জনসভা, পথসভা, সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান বা কোন প্রকার প্রচার-প্রচারণা করিতে পারিবেন না।

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
৭। পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।-(১) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নিম্নে উল্লিখিত স্থান বা যানবাহনে কোন প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না, যথা:- (ক) সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দণ্ডায়মান বস্তুতে:	**৭। লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড ব্যবহার:** নির্বাচনি প্রচারণায় — (১) কোন প্রকার পোস্টার ব্যবহার করা যাইবে না; (২) অপচনশীল দ্রব্য যেমন-রেক্সিন, পলিথিন, প্লাস্টিক তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এরূপ কোন উপাদানে তৈরি কোন প্রচারপত্র, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ও ব্যানার ব্যবহার করা যাইবে না;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(খ) সমগ্র দেশে অবস্থিত সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে; এবং (গ) বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোন প্রকার যানবাহনে; তবে শর্ত থাকে যে, দেশের যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবে।	(৩) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্যকোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত কোন দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে, এবং বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা, অটোরিক্সা, লেগুনা, ট্যাক্সি, বেবিটেক্সি বা অন্য কোন যানবাহনে কোন প্রকার লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন সাঁটাইতে পারিবে না; তবে, অন্য কোন স্থানে লিফলেট ও ব্যানার বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবে;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(২) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোন প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না;	(৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ইত্যাদির কোনপ্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এবং ব্যানার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৩ (তিন) মিটার × ১ (এক) মিটার হইতে হইবে এবং পোস্টারে বা ব্যানারে প্রার্থী তাহার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবেন না।	(৫) ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যতীত নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন সাদা-কালো রঙের হইবে। ব্যানার আয়তনে অনধিক ১০ (দশ) ফুট × ৪ (চার) ফুট, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল আয়তনে অনধিক A৪ সাইজের (৮.২৭ ইঞ্চি × ১১.৬৯ ইঞ্চি) এবং ফেস্টুন আয়তনে অনধিক ১৮ ইঞ্চি × ২৪ ইঞ্চি হইবে। ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবে না;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(৪) উপ-বিধি(৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে সেইক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে ছাপাইতে পারিবেন।	(৬) উপবিধি (৫) এ যাহাই থাকুক না কেন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে, সেইক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে ছাপাইতে পারিবেন। উল্লিখিত ছবি Portrait আকারে হইতে হইবে এবং উহা কোন অনুষ্ঠান ও জনসভায় নেতৃত্বদান বা প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছাপানো যাইবে না;
(৫) উপ-বিধি (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছবি কোন অবস্থাতেই ছাপানো যাইবে না।	
(৬) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি (Portrait) এর আয়তন ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার“ এর অধিক হইতে পারিবেন না;	(৭) নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি (Portrait) এর আয়তন “৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার” এর অধিক হইতে পারিবে না;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(৭) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীকের সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা তিন মিটারের অধিক হইতে পারিবে না।	(৮) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রতীকের সাইজ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা ৩ (তিন) মিটারের অধিক হইতে পারিবে না;
(৮) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন পোস্টার লাগাইতে পরিবেন না।।	(৯) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন ব্যবহার করা যাইবে না;
	(১০) ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে পলিথিনের আবরণ, এবং প্লাস্টিক (পিভিসি) ব্যানার ব্যবহার করা যাইবে না।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
নতুন সংযোজন	**৮। ভোটার স্লিপ ব্যবহার:** কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান- (১) ভোটারের নাম, ভোটার নম্বর ও ভোটকেন্দ্রের নাম উল্লেখপূর্বক ভোটার স্লিপ প্রদান করিতে পারিবে। তবে, কোন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে উক্ত ভোটার স্লিপ বিতরণ করিতে পারিবে না। (২) উপবিধি (১) তে উল্লিখিত ভোটার স্লিপ ১২ (বার) সেন্টিমিটার × ৮ (আট) সেন্টিমিটার আকারের অধিক হইতে পারিবে না, এবং উহাতে প্রার্থীর নাম বা ছবি, সংশ্লিষ্ট পদের নাম, প্রতীক বা ভোট প্রার্থনা করিয়া কোন কথা বা এরুপ ইঙ্গিতবহ কিছু উল্লেখ করিতে পারিবে না; এবং (৩) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সংখ্যা ও তারিখবিহীন কোন ভোটার স্লিপ মুদ্রণ করিতে পারিবে না।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
৮। যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।-কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি- (ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না; (খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবে না;	**৯। যানবাহন ব্যবহার, মিছিল ও শোডাউন:** কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাঁহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি- (১) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন বাস, ট্রাক, নৌযান, মোটরসাইকেল কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক বাহন সহকারে কোন মিছিল, জনসভা কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবেন না; (২) নির্বাচনি প্রচারে যানবাহন সহকারে কিংবা যানবাহন ব্যতীত কোন ধরনের মশাল মিছিল করা যাইবে না;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(গ) নির্বাচনী প্রচার কার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করিতে পারিবে না: (ঘ) নির্বাচনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাইতে পারিবে না।	(৩) নির্বাচনি প্রচারে কোন হেলিকপ্টার বা অন্যকোন আকাশযান ব্যবহার করিতে পরিবেন না। তবে দলীয় প্রধান বা সমপর্যায়ের পদধারী এবং সাধারণ সম্পাদক বা উহার সমপর্যায়ের পদধারী ব্যক্তিগণ যাতায়াতের জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করিতে পারিবেন। এইরূপ যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন, বিতরণ বা নিক্ষেপ করা যাইবে না; (৪) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবেন না। রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী বা তাহার প্রতিনিধিসহ ০৫(পাঁচ) জনের অধিক ব্যক্তি গমন করিতে পারিবেন না;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
নতুন সংযোজন	(৫) যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির ভিতরে ও বাহিরে মোটরসাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক বাহন চালাইতে পারিবেন না। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত সর্বসাধারণের জন্য উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে। (৬) নির্বাচনি প্রচারণা এবং ভোটগ্রহণের সময় কোন প্রকার ড্রোন, কোয়াডকপ্টার (Quadcopter) বা এ জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করিতে পরিবেন না।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
[৮ক । **কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা প্রদান নিষেধ।**- কোন প্রার্থী বা কোন প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা কোন ব্যক্তি কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।] **৯। দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।** কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি- (ক) দেওয়ালে লিখিয়া কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না; এবং (খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোন দালান, থাম, বাড়ী বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন বা অন্য কোন স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না। [**৯ক। প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**- নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাইবে না।]	**১০। মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা প্রদান:** কোন প্রার্থী বা কোন প্রার্থীর পক্ষে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল বা প্রার্থীতা প্রত্যাহার করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা কোন ব্যক্তি কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। **১১। দেওয়াল লিখন:** কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি- কোন দেওয়ালে লিখিয়া বা অংকন করিয়া কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না। **১২। প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার:** নির্বাচনি প্রচারণায় প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাইবে না।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
১০। গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা নিষেধ। কোন নিবন্ধিত রাজনৈতি দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি- (ক) নির্বাচনী প্রচারণায় কোন গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না; (খ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য ৪০০ (চারশত) বর্গফুট-এর অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল তৈরি করিতে পারিবেন না; (গ) নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;	**১৩। গেইট, তোরণ, প্যান্ডেল ও ক্যাম্প স্থাপন এবং আলোকসজ্জাকরণ:** নির্বাচনি প্রচারণার জন্য কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি- (১) কোন গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবে না এবং চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোন সামগ্রী স্থাপন বা কোন স্থাপনা নির্মাণ করিতে পারিবেন না; (২) ৪০০ (চারশত) বর্গফুট এর অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল তৈরি করিতে পারিবেন না; (৩) প্রচারণার অংশ হিসাবে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না; একজন প্রার্থী দলীয় ও সহযোগী সংগঠনের কার্যালয় নির্বিশেষে প্রতিটি ইউনিয়নে সর্বোচ্চ একটি এবং প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না: (ঙ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা কোন শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না; এবং (চ) নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতে পারিবেন না।	(৪) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না; (৫) একজন প্রার্থীর দলীয় ও সহযোগী সংগঠনের কার্যালয় নির্বিশেষে প্রতিটি ইউনিয়নে বা প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটির অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প অথবা কোন নির্বাচনী এলাকায় একটির অধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না; (৬) নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতে পারিবে না।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
নতুন সংযোজন	**১৪। বিলবোর্ড ব্যবহার:** নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে — (১) যেকোন ধরণের বিলবোর্ড ব্যবহার করা যাইবে। তবে বিলবোর্ডে প্রচারণার অংশের আয়তন অনধিক ১৬ (ষোল) ফুট × ৯ (নয়) ফুট হইতে হইবে; (২) কোন প্রার্থী কোন নির্বাচনী এলাকায় ২০ (বিশ) টির অধিক বিলবোর্ড ব্যবহার করিতে পারিবেন না; (৩) বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে কোনক্রমেই জনসাধারণের বা যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাইবে না এবং পরিবেশ বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমনভাবে বিলবোর্ড স্থাপন করা যাইবে না।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
১১। **উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃংখল আচরণ বা বিস্ফোরক বহন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ-**। কোন নিবন্ধিত রাজনৈতি দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি- (ক) নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা 'উস্কানিমূলক বা মানহানিকর) কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না; (খ) মসজিদ, মন্দির গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;	**১৫। উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃংখল আচরণ, বিস্ফোরক বহন এবং ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচার:** কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি- (১) নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা বা ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না; (২) ব্যক্তিগত কুৎসা, অশালীন এবং আক্রমনাত্বক কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(গ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না;	(৩) মসজিদ, মন্দির, ক্যায়াং (প্যাগোডা), গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয় এবং কোন সরকারী অফিস বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;
(ঘ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য এবং Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878)] এর সংজ্ঞায় অর্থে Fire Arms বা অন্য কোন Arms বহন করিতে পারিবেন না;	(৪) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃখল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি বিনষ্ট করিতে পরিবেন না;
(ঙ) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।	(৫) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে কেহ কোন প্রকার বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
	(৬) ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য এবং Arms Act, ১৮৭৮ (Act No. XI of ১৮৭৮) এর সংজ্ঞায় নিরূপিত অর্থে Firearms বা অন্য কোন Arms, লাঠি বা দেশীয় কোন ধারালো/ভোঁতা অস্ত্র বহন করিতে পারিবেন না। কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত সর্বসাধারণের জন্য উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
নতুন সংযোজন	**১৬। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা:** কোন প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচনি এজেন্ট বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করিয়া নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা পরিচালনা করিতে পারিবেন। তবে এক্ষেত্রে — (১) প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচনি এজেন্ট বা দল বা প্রার্থী সংশ্লিষ্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম, একাউন্ট আইডি, ই-মেইল আইডিসহ অন্যান্য সনাক্তকরণ তথ্যাদি উক্তরূপে প্রচার-প্রচারণা শুরুর পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে; (২) প্রচার-প্রচারণাসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করা যাইবে না;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
নতুন সংযোজন	(৩) ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ভুল তথ্য, কাহারো চেহারা বিকৃত করা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বানোয়াট তথ্যসহ সকল প্রকার ক্ষতি (৪) প্রতিপক্ষ, নারী, সংখ্যালঘু বা অন্য কোন জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করিয়া ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ব্যক্তিগত আক্রমণ বা উসকানিমূলক ভাষা ব্যবহার করা যাইবে না; (৫) নির্বাচনি স্বার্থ হাসিল করিবার জন্য ধর্মীয় বা জাতিগত অনুভূতির অপব্যবহার করা যাইবে না; (৬) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কনটেন্ট শেয়ার ও প্রকাশ করার পূর্বে সত্যতা যাচাই করিতে হইবে;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
নতুন সংযোজন	(৭) রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, ভোটারদের বিভ্রান্ত করিবার জন্য কিংবা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কোন প্রার্থী বা ব্যক্তির চরিত্র হনন কিংবা সুনাম নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোন মাধ্যমে, সাধারণভাবে বা সম্পাদন (Edit) করে কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথা Artificial Intelligence (AI) দ্বারা কোন মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, পক্ষপাতমুলক, বিদ্বেষপূর্ণ, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ এবং মানহানিকর কোন আধেয় (content) তৈরি, প্রকাশ, প্রচার ও শেয়ার করিতে পারিবেন না।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
১৩। মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ-। কোন নিবন্ধিত রাজনৈতি দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনী এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮ (রাত) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন।	**১৭। মাইক ও লাউড স্পিকার ব্যবহার:** (১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনি এলাকায় একইসঙ্গে ০৩ (তিন) টির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করিতে পারিবেন না। (২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি প্রচারণার সময়কালে কোন নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮(আট) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন। (৩) নির্বাচনি প্রচারকার্যে ব্যবহৃত মাইক বা শব্দ বর্ধনকারী যন্ত্রের শব্দের মানমাত্রা ৬০ (ষাট) ডেসিবেলের অতিরিক্ত হইতে পারিবে না।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
১২। প্রচারণার সময়-। কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।	**১৮। প্রচারণার সময়:** কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না, এবং ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার পূর্বে নির্বাচনি প্রচারণা শেষ করিতে হইবে। **১৯। প্রচারণা সামগ্রী অপসারণ:** ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পরবর্তী ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা সময়ের মধ্যে নির্বাচনি এলাকায় ব্যবহৃত নিজ নিজ প্রচারণা সামগ্রী প্রার্থী নিজ দায়িত্বে অপসারণ করিবেন।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
[১৪। সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের নির্বাচনী প্রচারণা]-(১) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে নির্বাচনী কর্মসূচি বা কর্মকান্ড যোগ করিতে পারিবেন না।	**২০। সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের নির্বাচনি প্রচারণা:** সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ —
(২) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধাভোগ করিতে পারিবেন না এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।	(১) তাহাদের সরকারি কর্মসূচির সহিত কোন নির্বাচনি কর্মসূচি বা কর্মকান্ড যোগ করিতে পারিবেন না; (২) তাহাদের নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধাভোগ করিতে পারিবেন না এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনী এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদসংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না।	(৩) প্রার্থী কিংবা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট না হইলে ভোটদান ব্যতিরেকে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ কিংবা ভোট গণনার সময় গণনাকক্ষে প্রবেশ বা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না;
(৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে বা তদকতৃক কোন মনোনয়ন প্রদত্ত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি বা তদকতৃক মনোনীত ব্যক্তি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইবেন না।	(৪) জাতীয় সংসদের কোন শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন সফর বা নির্বাচনি প্রচারণায় যাইতে পারিবেন না;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(৫) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নিজে প্রার্থী কিংবা বা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট না হইলে ভোটদান ব্যতিরেকে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রের প্রবেশ কিংবা ভোট গণনার সময় গণনা কক্ষে প্রবেশ বা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। (৬) জাতীয় সংসদের কোন শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন সফর বা নির্বাচনী প্রচারণায় যাইতে পারিবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্বাচনী এলাকায় ভোটার হইলে তিনি কেবল ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যাইতে পারিবেন।]	**২১। নির্বাচনি প্রচারণায় সরকারি সুবিধা গ্রহণ:** নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর — (১) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচনি এলাকায়, সংশ্লিষ্ট জেলায় বা অন্য কোথাও নির্বাচনি কাজে সরকারি প্রচার যন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা কোনরূপ সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিত পারিবেন না; (২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীসহ নির্বাচন আয়োজনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে কোন দলীয়/ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
	(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদ্‌সংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না; (৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে নির্বাচনি প্রচারণা সময়কাল শুরু হইবার পূর্বেই তাহাকে উক্ত পদ হইতে পদত্যাগ করিতে হইবে।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
১৫। নির্বাচনী ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।-কোন প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।	**নির্বাচনি ব্যয়সীমা:** (১) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪খ(৩) এ নির্ধারিত ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না। (২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচন বিষয়ক কোন কনটেন্ট তৈরী, বিজ্ঞাপন প্রদান, বুষ্টিং ও স্পন্সরশিপসহ সকল প্রচারণা ব্যয় এর শিরোনামে সামগ্রিক নির্বাচনী ব্যয় এর সাথে নির্বাচন কমিশন বরাবর দাখিল করিতে হইবে।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
	(৩) নির্বাচনি ব্যয় দলের ক্ষেত্রে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং প্রার্থীর ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) হাজার টাকার উর্ধ্বে হইলে তাহা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকিং মাধ্যমে সম্পাদন করিতে হইবে; (৪) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা বাবদ ব্যয়সমূহ প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়সীমার অন্তর্ভুক্ত হইবে। (৫) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণায় বিদেশি অর্থায়নে বিজ্ঞাপন প্রদান বা প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
১৬। ভোটকেন্দ্রের প্রবেশাধিকার।-(১) ভোটকেন্দ্রের নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে। (২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।	**২৩। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার:** (১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে। (২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।	(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন। (৪) পোলিং এজেন্ট বা কোনো ভোটার প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য ও প্রতীক সম্বলিত কোন শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া, ক্যাপ, ব্যাজ ইত্যাদি পরিধান করিয়া ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
নতুন সংযোজন	**২৪। নির্বাচনি ইশতেহার পাঠ ও আচরণবিধি প্রতিপালনের ঘোষণা:** প্রতীক বরাদ্দের পর পারস্পারিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচনী প্রচারণার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার একই মঞ্চে সকল প্রার্থীদের উপস্থিতিতে তাহাদের নির্বাচনী ইশতেহার পাঠ এবং আচরণবিধি প্রতিপালনের ঘোষণা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। **২৫। গণমাধ্যমে নির্বাচনি ডায়ালগ:** নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী বা দলের প্রতিনিধি টেলিভিশন চ্যানেল কর্তৃক আয়োজিত ডায়ালগে অংশ নিতে পারিবেন। তবে কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে আক্রমন করিয়া কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
১৭। নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম।- (১) এই বিধিমালার যে কোন বিধানের লঙ্ঘন "নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম" হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বা কমিশন বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে। (২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।	**২৬। নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম:** (১) এই বিধিমালার যেকোন বিধানের লঙ্ঘন “নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম” হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বা কমিশন বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন। (২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যেকোন নির্বাচনি তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(৩) কোন তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোন ভাবে কমিশনের নিকট কোন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন- (ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে; অথবা (খ) তাৎক্ষণিকভাবে রিটানিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।	(৩) কোন তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোনভাবে কমিশনের নিকট নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন- (ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন নির্বাচনি তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে; অথবা (খ) তাৎক্ষণিকভাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
(৪) উপ-বিধি (১) বা (২) বা (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনী তদন্ত কমিটি Representation of the People Order, 1972 (P. O. No. 155 of 1972) এর Article 91A এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে। **১৮। বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।-**(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন: (২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দণ্ডনীয় হইবে।	(৪) উল্লিখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনি তদন্ত কমিটি Representation of the People Order, ১৯৭২ (P.O. No. ১৫৫ of ১৯৭২) এর Article ৯১A এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে। **বিধিমালা লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯১খ(৩) মোতাবেক (১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ড অথবা অনধিক এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে; (২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডনীয় হইবে;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
	কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিল: (১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত রেকর্ড কিংবা লিখিত রিপোর্ট হইতে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরুপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
	(২) উপবিধি (১) এর অধীন তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন যাহার জন্য তিনি নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৫৫) এর ৯১ঙ এর বিধান মোতাবেক উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবে। (৩) উপবিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ কমিশন, যথাশ্রীঘ্র সম্ভব, সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবে; এবং উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
নতুন সংযোজন	**রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা:** রাজনৈতিক দলসমূহ এই আচরণ বিধির সকল বিধান মানিয়া চলিবে এই মর্মে তফসিল-১ এ উল্লেখিত নমুনা অনুযায়ী একটি অংগীকারনামা নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় দাখিল করিবে।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
নতুন সংযোজন	**প্রার্থী কর্তৃক বিধিমালার বিধানসমূহ মানিয়া চলিবার অঙ্গীকারনামা:** কোন ব্যক্তি প্রার্থী হিসাবে ঘোষিত হইলে তাহাকে তফসিল-২ এ উল্লিখিত নমুনা অনুযায়ী এই মর্মে অংগীকার করিতে হইবে যে, তিনি এই বিধিমালার সকল বিধান মানিয়া চলিবেন এবং যদি তাহার বা তাহার কোন সহযোগীর দ্বারা এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করা হয় তাহা হইলে, তিনি প্রচলিত আইন বা এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত শাস্তি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালা
১৯। রহিতকরণ।- নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ৬০-আইন/৯৬, তারিখ ১৩ বৈশাখ ১৪০৩ মোতাবেক ২৬ এপ্রিল ১৯৯৬ দ্বারা জারীকৃত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।	**রহিতকরণ ও হেফাজত:** নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ২৬৯-আইন/২০০৮, তারিখ ৩ আশ্বিন ১৪১৫ মোতাবেক ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ দ্বারা জারীকৃত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল। একইসাথে এতদুদ্দেশ্যে ইতঃপূর্বে প্রনীত বিধিমালার আওতা সম্পাদিত কার্যাবলী হেফাজত করা হইল।

তফসিল-১

(বিধি ২৭ দ্রষ্টব্য)

এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার দল এবং দল কর্তৃক মনোনীত সকল প্রার্থী "সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫''এর প্রতিটি বিধান মানিয়া চলিব। যদি আমার দল বা দল কর্তৃক মনোনীত কোন প্রার্থী এই আচরণ বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করে তাহা হইলে এতদসংক্রান্ত আইন এবং বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত শাস্তি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব।

আমি আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে আমার দলের মনোনীত প্রার্থী নিষিদ্ধ বা নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন কোন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সহিত সম্পৃক্ত নহেন।

রাজনৈতিক দলের নাম ও নিবন্ধন নম্বর: ----------

প্রতীক: ----------

সভাপতি বা সমমর্যাদাসম্পন্ন পদধারী / সাধারণ সম্পাদক বা সমমর্যাদাসম্পন্ন পদধারীর স্বাক্ষর: ----------

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

তফসিল-২

(বিধি ২৮ দ্রষ্টব্য)

আমি ....., এই নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, "সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫" এর প্রতিটি বিধান মানিয়া চলিব। যদি আমার বা আমার নির্বাচনী এজেন্ট বা আমার কোন সহযোগী বা আমার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি এই আচরন বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে এতদসংক্রান্ত আইন এবং বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত শাস্তি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব।

আমি আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি কোন নিষিদ্ধ বা নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন কোন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সহিত সম্পৃক্ত নহি।

প্রার্থীর নাম: ----------

স্বাক্ষর: ----------

প্রতীক: ----------

আসন: ---------

প্রার্থীর এনআইডি: ---------

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,

.....

সিনিয়র সচিব

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

ধন্যবাদ